দৈনিক ইত্তেফাক

254

তারিখ APR. 27 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু

আজ সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। পাঁচ বোর্ডের আওতায় পাঁচ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। ইহার মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থী এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার। রাজশাহী বোর্ডের এক লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার। অন্যদিকে যশোর বোর্ডে তিরানব্বই হাজার তিনশত ষাট। কুমিল্লা বোর্ডে চুরাশি হাজার সাতশত অষ্টআশি ও চট্টগ্রাম বোর্ডে ত্রিশ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। সংবাদে জানা গিয়াছে, সরকার পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর। পরীক্ষা কেন্দ্রের চারিপার্শ্বে ১৪৪ ধারা জারি ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ আরোপ ছাড়াও পুলিশ-আনসার ও ভিজিলেন্স টিম নিয়োগ করা হইয়াছে। সংবাদে আরো জানা গিয়াছে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থগিত করিয়া পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রে পরীক্ষা স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় নকল বন্ধে অভিভাবকসহ দেশের এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সচেতন ঐকমত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অতীতে কখনো দেখা যায় নাই। অভিভাবকেরা গায়ের রক্ত পানি করিয়া যে অর্থোপার্জন করে তাহার সিংহভাগ ব্যয় করে সন্তানদের পড়াশুনায়। বহু অভিভাবক পরিবারের খাদ্যও চিকিৎসা খাতের অর্থ পর্যন্ত কমাইয়া তাহা খরচ করে সন্তানদের বই খাতা ক্রয় ও কোচিং-এ। কিন্তু তাহার পরও সন্তানেরা পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল অর্জন দূরের কথা, পাস পর্যন্ত করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের পরীক্ষায় উন্নত ফল অর্জনের মত প্রশিক্ষণ শিক্ষকেরা অনেক স্কুল-কলেজে দেন না। কাঁচা অবস্থায় এক ক্লাস হইতে অন্য ক্লাসে তুলিয়া দেন। এই ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা ধরা পড়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায়। একশ্রেণীর অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পার করিয়া দেওয়ার জন্য পরিদর্শক হিসাবে তাহাদের নকল করিতেই দেন না, নকল দিয়াও তাহাদের সাহায্য করেন। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জ ও মফস্বল শহরের পরীক্ষা কেন্দ্র এখন যে নকলের মহোৎসব চলিতেছে তাহার পিছনে রহিয়াছে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ না দেওয়া এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা কেন্দ্র তাহাদের লাগামহীন দুর্নীতি। উল্লেখযোগ্য শিক্ষকেরা যাহাতে নিশ্চিন্তে ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে পারে সে জন্য তাহাদের বেতন-ভাতার আশি শতাংশ সরকার জনগণের তহবিল হইতে প্রদান করিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও তাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের পিছনে আবশ্যকীয় শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করেন না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ মান অত্যন্ত নিচু বলিয়া এসএসসি ও এইচএসসিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকহারে নকল করিয়াও কৃতকার্য হইতে ব্যর্থ হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে মস্তানদের আবির্ভাব ও তৎপরতাও একারণে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা সরকারী হউক বা বেসরকারী হউক, সর্বত্র সরকার জনগণের তহবিল হইতে কোটি কোটি টাকা প্রদান করেন। অভিভাবকদের ব্যয় এবং সরকারী বরাদ্দ এক করা হইলে এই অর্থের পরিমাণ বিরাট। কিন্তু এই বিপুল অর্থব্যয়ে যাহা সৃষ্টি হইতেছে তাহার মধ্যে মানব সম্পদ কম। জাতীয় বোঝাই বেশী। এই যুগে বিপুল অর্থব্যয়ে এইভাবে সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীদের পৃথিবীর আর কোন দেশে ধ্বংস করা হইতেছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তাহার পর বহু তরুণ-তরুণী ব্যক্তিগত মেধা ও চেষ্টা দ্বারা উঠিয়া আসিতেছে, স্বস্তি এখানেই। আশ্চর্যের বিষয় সারা দেশে পরীক্ষায় পাইকারীভাবে নকল হইতেছে। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নকল সাহায্য করিতেছে। দেশের জনসাধারণ নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছে। তাহার পরও সরকার নকলে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। নকল প্রবণ দুইশত পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরও এই কেন্দ্রগুলি বহাল রাখার জন্য অপরাধ প্রবণ রাজনীতিক ও টাউটেরা সরকারী প্রতিষ্ঠানে তদবির করে, করার সাহস পায়। সকলেই অবগত দেশ স্বাধীন হইয়াছে প্রায় তিন দশক। স্বাধীনতার পর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সন্তানও এখন বড় স্কুলে যায়। বস্তুত গত তিন দশকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক নকলের মাধ্যমে যাহারা পরীক্ষা দিয়া পাস করিয়াছে তাহাদের দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই বরং অপকারই হইয়াছে। দেশে বিরাজমান ব্যাপক দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাচালানী, মাস্তানী, ছিনতাই ইত্যাদির পিছনে ইহার ভূমিকা কম তাহা বলা যাইবে না। আমরা মনে করি কেবলমাত্র পরীক্ষা পাসের উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইলে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা হ্রাস পাইবে এবং পাসের হার বৃদ্ধি পাইবে। নকল বন্ধের ব্যবস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রে নেওয়ার পূর্বে স্কুল-কলেজে নিতে হইবে। এ ব্যাপারে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পালন করিতে হইবে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে। কীভাবে তাহাদের এ ব্যাপারে রাজী বা বাধ্য করা যায় সরকারের উচিত সে পদক্ষেপ নেওয়া।